মা

'মা' ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। দু হাজার তিনের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশ। প্রকাশক ঃ আর্ষ, বাঁকুড়া। একশ আটটি কবিতার সঙ্কলন। প্রচ্ছদ ঃ বিশ্বরূপ দত্ত।

কবিতাগুলির নাম নেই। সংখ্যায় চিহ্নিত। একশ আট সংখ্যাও বিশেষত্বপূর্ণ। যেন একশ আটটি পদ্মের মালা। মাকে নিবেদিত। গর্ভধারিণী জননীকে। মাকে নিয়ে একটি দুটি কবিতা অনেক কবিই লিখেছেন, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আছে কিনা জানা নেই। কবিতাগুলি বিশেষ স্থান কালানুভূতির ডায়েরী। বিশেষ কালের বিশেষ মানুষের বিবরণী। আত্মপ্রতিকৃতি। স্বভাবমোক্ষণ। একটি বিশেষ ভাবাবেগ কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলির উদ্দীপক নিয়ন্ত্রক। এই ভাবাবেগ মাতৃকেন্দ্রিক, মাতৃপূজা। মাতৃপ্রদক্ষিণ। গজানন বিনায়কের বিশ্ববীক্ষার মতো। অনাহত এক সঙ্গীত, যা সংশয়ী নাস্তিককেও স্তব্ধ করে, অদীক্ষিতকেও কাছে টানে। মা এখানে মৃত্তিকা এবং বন্ধন। আকাশ এবং মুক্তি। অন্তরীক্ষ এবং ক্রন্দসী। মন্ত্রময় উচ্চারণে বাজতে থাকে বাজতেই থাকে এ গ্রন্থের ভুবন। ছন্দসমর্পিত কবিভাষায় অনায়াস অকপট স্তবগুলিতে ফুলের গন্ধের মতো সুঘ্রাণ ওঠে। মাতৃবন্দনার কোমল গান্ধার বেজে যায়—বেজেই যায়। পড়তে পড়তে আমাদের মাতৃহাহাকার ভালবাসায় সায়ন্তন বিষাদে বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে। কোনো ঈশ্বরী নন, দেবী নন, মা—রক্তমাংসের জননী ধর্মাধিক স্নেহস্পর্শে এসে পা রাখেন বুকের ভালবাসার পদ্মে। মানবিক প্রত্যয়ে টান টান হয়ে শেষ পর্যন্ত প'ড়ে যাই—প'ড়ে যাই প্রতিটি কবিতা। কোনো একটি বা দুটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে এ গ্রন্থের কিছুই বোঝানো যাবে না। শুধু কবিত্ব নয়, নির্মাণদক্ষতা নয় মাতৃবন্দনার এক আশ্চর্য রসায়ন এই অন্ধকার যুগে বিস্মিত করে, বিহ্বল করে। যে মা এই কাব্যের নায়িকা তাকে ঘিরেই কবির বেদনানন্দের শুরু। অপসৃত অতীতের বাঁকে বাঁকে মণিময় স্মৃতিস্নিগ্ধ আলো ছায়া। তাঁর আগমন নিষ্ক্রমণের মধ্যে মিশে আছে অনাসক্তির আর্তি। ধীরে ধীরে উন্মোচন হতে থাকে। মানবী ঈশ্বরী হয়ে ওঠেন। পরমা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হন। তিনি স্থূলে এবং সূক্ষ্মে। প্রকৃতিমণ্ডলে। কোটি সূর্যসমপ্রভা। বিস্ময়ী চন্দ্রমা। মায়ের সান্নিধ্য, মায়ের স্মৃতি, মায়ের বিচ্ছেদ মন্ত্রময় ঘোরে শব্দের মৃণালে ভর ক'রে পদ্মের মতো বিকশিত। মাতৃপূজার এই ব্রত এবং বৃত্তি কাব্যের অঙ্গীরস। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উপমা উৎপ্রক্ষায়, সাধারণ এবং সার্বজনীন মিশ্রবৃত্তের প্রবহমান বিন্যাসের মেলবন্ধনে কবিতাগুলির সম্মোহন উচ্চকিত হয়েছে। প্রায় ভাষাহীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি আমাদের বিশ্রাম।

☐ সব কথা ভেসে যায় টলোমলো অশ্রুর ফোঁটায়
ত্রুটির পাহাড় হাসে ঝড়ো হাওয়া তুলে সারারাত
গঙ্গা যমুনার টানে দুলে ওঠে অন্ধকার সাঁকো।

☐ আমারও পাথর
তুমি নেই ব'লে মাগো, নিংড়ে নামে জল!

☐ তোমার চুম্বনে কাঁপে নিরঞ্জন জলের ফোয়ারা।

☐ মা, আমি অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।
মা, আমি কি কোনোদিন তোমাকে দেখিনি?

☐ ইন্দ্রিয়বিহীন তুমি, তবু সেই দুটি শাদা হাত
দিয়ে ধরো পৃথিবীর ব্যবধানহীন এ প্রপাত।

☐ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্মে বিরজা ব্রহ্মবাদিনী
প্রকৃতিমণ্ডলে তীব্র কোটিসূর্যসমপ্রভা
চিন্ময়ী চন্দ্রমা স্নিগ্ধা সুশীতলা স্নেহময়ী
হৃদয়কমলমধ্যে অধোমুখী অনাহত
মা, আমি পৈতৃকভিটেপরিত্যক্ত, এ কর্ণিকা
ধ্যানবিন্দুশ্রুতিসুপ্ত, মহামূর্খ পরাভূত
জন্মমৃত্যু জলে ভাসি শরণাগতিতে একা।